বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে

সবার প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা

MOHAMMAED MAHABUB ALAM (MANIK) CIP
Chairman
Tokyosat group of Companies

MOSSAMET JESMIN AKTHER CIP
Chairman
Tokyosat group of Companies

Tokyosat Group of Company branches:

- Bangladesh
- Kingdom of Saudi Arabia
- U.A.E
- Qatar
- Oman
- Bahrain
- Malaysia
- Singapore
- Brunei
- Sri Lanka

ফের সিআইপি নির্বাচিত হলেন
আমিরাত প্রবাসী দম্পতি

Manufacturing & Distribution

- Satellite All Items
- Electronics & household items
- Blanket
- Trolley bags
- LCD & LED TV
- Perfume & Attar

Saiful Islam Sagar

Managing Director:
Tokyosat Group of Companies
Newmax Trading W.L.L
Zaharat Al Oud Trading

بمناسبة الثامن عشر من ديسمبر اليوم الوطني لدولة قطر

وتخليداً لذكرى ذلك اليوم التاريخي من سنة 1878م والذي قاد فيه
الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله) شعبه نحو التأسيس وإرساء قواعد الدولة الحديثة

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام حضرة صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير البلاد المفدى

وإلى صاحب السمو

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الأمير الوالد

وإلى سمو

الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني

نائب الأمير

وإلى الشعب القطري الكريم

سائلين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة
وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى
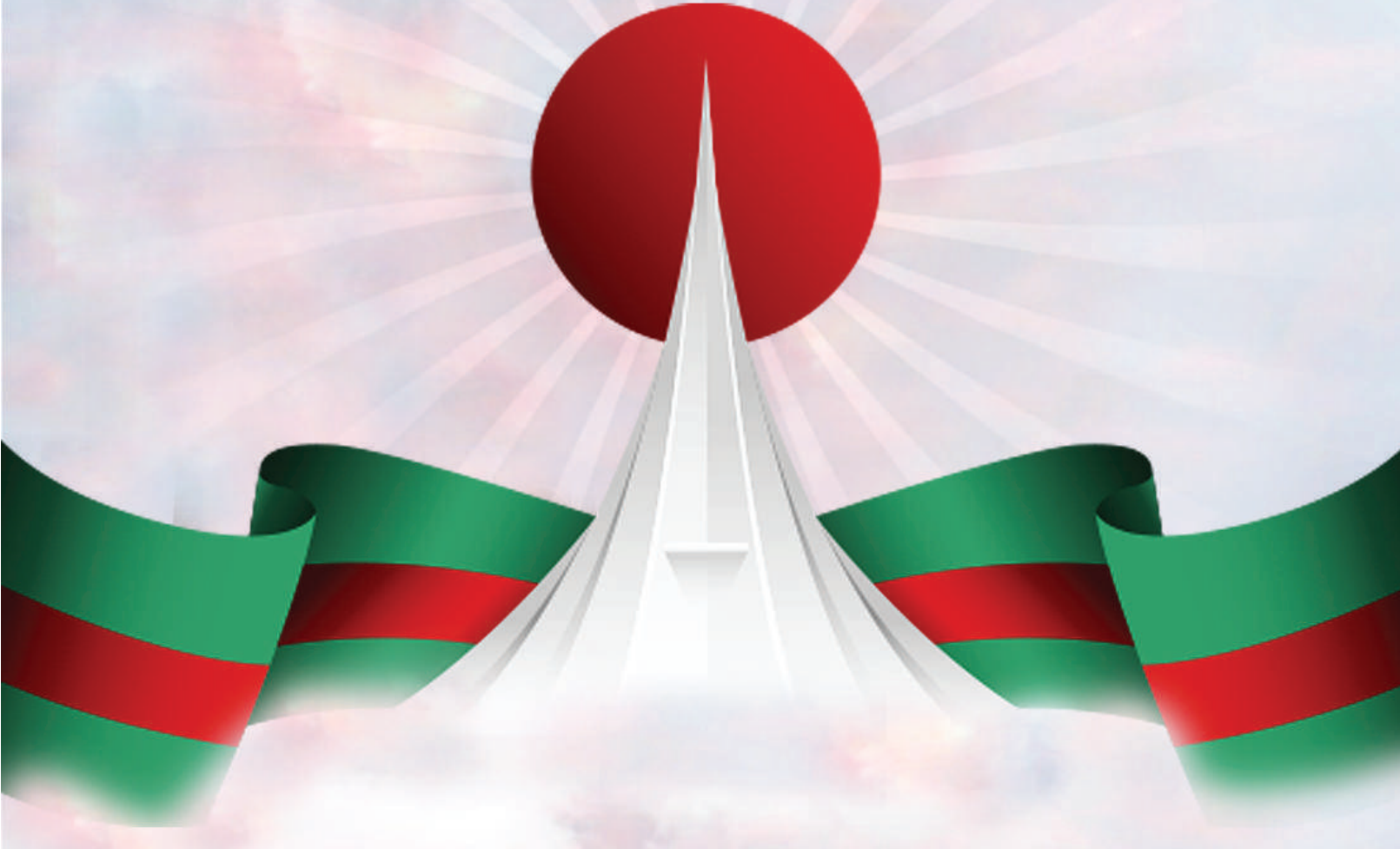
সম্পাদক
তামীম রায়হান

নির্বাহী সম্পাদক
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

অলংকরণ
মুহাম্মদ হাসান

প্রকাশক
গালফ বাংলা

অনলাইন সংস্করণ
গালফ বাংলা ডটকম

সার্বিক যোগাযোগ
+৯৭৪ ৩০৪৮ ৮১১৪

ইমেইল
editorgulfbangla@gmail.com
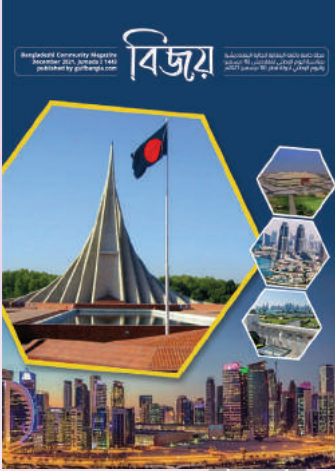
Bijoy
A Bangladeshi Community Magazine
Doha, Qatar
Published by Gulf Bangla
Editor: Tamim Raihan
Website: www.gufbangla.com
Email: editorgulfbangla@gmail.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর এই শুভক্ষণে দেশবাসীসহ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। একইসাথে এই ডিসেম্বর মাসে কাতারের জাতীয় দিবস (১৮ ডিসেম্বর) উপলক্ষে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি ও কাতারে বসবাসরত নাগরিক এবং সব অভিবাসীর প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা।

গালফ বাংলার পক্ষ থেকে প্রতি বছর বিজয়ের এই মাসে বিশেষ কমিউনিটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা গত বছর ২০২০ সালে করোনা মহামারীর কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ বছরের এই বিশেষ আয়োজনে যারা নানারকম উপায়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের জন্য এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের জন্য বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চর্চা এখনও শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির জোর চর্চায় আমাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য যেন হারিয়ে না যায়, সে ব্যাপারে আমাদের সবারই সচেতন থাকা উচিত। আর সেজন্য প্রয়োজন সাহিত্যচর্চা এবং নানাবিধ সাংস্কৃতিক আয়োজন।

গালফ বাংলার পক্ষ থেকে কাতারে এই বিশেষ কমিউনিটি ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চর্চার ধারাবাহিক প্রয়াসের অংশ। বছরজুড়ে গালফ বাংলা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে পাঠকদের জন্য খবরের পাশাপাশি নানারকম গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন প্রকাশ করে থাকে, যা পাঠকদের জ্ঞানভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে।

আমরা এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই। আমরা চাই, বিশ্বের সব দেশে প্রবাসীরা হয়ে উঠুন জ্ঞান ও তথ্যের শক্তিতে বলীয়ান। কারণ আমরা বিদেশে আমাদেরই প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিনিধিত্ব করি। কাজেই আমরা যতবেশি সচেতন হবো, ততই তা আমাদের নিজেদের জন্য এবং আমাদের দেশের জন্য কল্যাণকর সুনাম বয়ে আনবে।

গালফ বাংলার এবারের আয়োজনে বাণী দিয়েছেন বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এবং কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মো. জসীম উদ্দিন, এনডিসি। তাঁদের প্রতি আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশ আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবময় সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে, এই অগ্রযাত্রায় প্রবাসীদের অবদান আরও বেগবান ও শক্তিশালী হবে, আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি উন্নত ও আধুনিক এবং আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে থাকবে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

MOHAMMED MAHABUB ALAM (MANIK), CIP

CHAIRMAN

Tokyosat Group Of Companies

FOUNDER, VICE PRESIDENT
BANGLADESH BUSINESS COUNCIL, DUBAI

FOUNDER, PRESIDENT
COMILLA WELFARE SOCIETY, DUBAI

Mohammed Mahabub Alam (Manik), CIP got owner classification Gold from UAE ministry, and he has got "commercial importent person (CIP) of 2017, 2018 & 2019" by Bangladesh government. He is the golden visa holder of UAE residence. He has awarded so many times from Bangladesh government for his outstanding contribution. And his wife Mossammet Jasmin Akter (Director of Newmax Group) also awarded CIP (2016 & 2018) by Bangladesh government and she has awarded the Bangladesh Bank best remittance award for 2015.

Tokyosat Grouphas more than 70 licenses in the world;
Below mention 17 licenses are available in UAE.

- ★ TOKYOSAT L.L.C
- ★ TOKYOSAT L.L.C. BR
- ★ TOKYOSAT L.L.C. BR-02
- ★ NEWMAX TRADING L.L.C
- ★ MIVION GENERAL TRADING L.L.C
- ★ MICROMAX GENERAL TRADING L.L.C
- ★ WHITEMORE GENERAL TRADING L.L.C
- ★ MOHAMMED MAHABUB PERFUMES L.L.C
- ★ ZAHRAT AL SAWSAN PERFUMES FACTORY L.L.C
- ★ MOHAMMED MAHABUB PERFUMES L.L.C BR-01
- ★ MOHAMMED MAHABUB PERFUMES L.L.C BR-02
- ★ TOKYOSAT INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C
- ★ OUD KHALEEJI INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C
- ★ TOKYOSTAR INTERNATONAL GENERAL TRADING CO. L.L.C
- ★ MOHAMMED MAHABUB PERFUMES INDUSTRY L.L.C
- ★ ZAHRAT AL SAWSAN GENERAL TRADING LLC
- ★ ARAB BANGLA TV FZE LLC

Shop No- A/11, Sheikh Mustafa Building, Al Nakheel Road, Deira, Dubai-UAE. Tel: +971-4-2280271/2219249,
Fax: +971-4-2280291, P.O. Box: 90812, E-Mail: tokyosat2004@Gmail.Com/mmperfumesdubai@gmail.com

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজনে গালফ বাংলার উদ্যোগে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি কাতারে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিজয়ের এই দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের। আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের প্রতি যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরপরই এ দেশের কর্মক্ষম মানুষের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তাঁরই সার্থক উত্তরসূরী ও সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার প্রবাসীদের কল্যাণে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। প্রবাসীদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য ওয়েজ আর্নার স্কিমের আওতায় স্পেশাল বন্ডের বাড়তি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দেশে রেখে যাওয়া পরিবার পরিজনের আর্থিক সুরক্ষার লক্ষ্যে বিদেশগামী বাংলাদেশির জন্য 'প্রবাসী বীমা' বাধ্যতামূলক করাসহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থ সুরক্ষায় বর্তমান সরকার সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বাংলাদেশ আজ বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কাতার মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সম্ভাবনাময় দেশ এবং বাংলাদেশের একটি বড় শ্রমবাজার। চার লাখের বেশি বাংলাদেশি প্রবাসী কাতারে বিভিন্ন খাতে কর্মরত রয়েছেন। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। দেশের উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণে অপরিসীম অবদান রাখার জন্য আমি প্রবাসী বাংলাদেশিদের অভিনন্দন জানাই।

কাতার প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলা ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চায় এই স্মরণিকা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি এই স্মরণিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DOHA - QATAR

বাণী

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস এবং কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে গালফ বাংলার উদ্যোগে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই শুভক্ষণে আমি কাতারে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের এই মুহূর্তে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে সর্বপ্রথম স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুই লাখ মা বোনের প্রতি, যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় এই মাস ডিসেম্বরে কাতারেরও জাতীয় দিবস পালিত হয়ে থাকে। দুই ভ্রাতৃপ্রতীম দেশের এই ঐতিহাসিক মিল আমাদের কাছে আনন্দময় উপলক্ষ। কাতার এখন মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার। চার লাখের বেশি বাংলাদেশি প্রবাসী এই দেশে নানাখাতে কর্মরত রয়েছেন। কাতারের অগ্রযাত্রায় এই বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশির অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বিশেষত মহামারীর এই দুঃসময়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

কাতারে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য নানারকম কল্যাণকর ও সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ দূতাবাস। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আজ প্রবাসীদের অবদান দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আর তাই আরও বেশি প্রবাসীর কর্মসংস্থান এবং বর্তমান প্রবাসীদের জন্য বহুমুখী সেবার মান উন্নয়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সদা সচেষ্ট।

এই দূর পরবাসে প্রবাসীদের মধ্যে বাংলা ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চায় এই স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। আমি এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি
কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

বাঙালির আত্মপ্রকাশের দিন
বাংলাদেশের অস্তিত্ব প্রকাশের দিন

বীরের জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মপ্রকাশের দিন ১৬ ডিসেম্বর। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব প্রকাশের দিন ১৬ ডিসেম্বর।

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে প্রাণ উৎসর্গ করা যুদ্ধজয়ের আনন্দ অতুলনীয়। ১৯৭১ সালের এই দিনে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী হাতের অস্ত্র ফেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল বিজয়ী বাঙালির সামনে। তারা স্বাক্ষর করেছিল পরাজয়ের সনদে।

সারা দেশের মানুষের পাশাপাশি পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা মহান বিজয় দিবসে আনন্দে মেতে ওঠেন। একই সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করা অকুতোভয় বীর সন্তানদের গভীর বেদনা ও পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করে কৃতজ্ঞ জাতি। শ্রদ্ধা জানায় সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের প্রতি।

সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে সকাল থেকে ঢল নামে জনতার। শ্রদ্ধা-ভালোবাসা নিয়ে শহীদদের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন লাখো মানুষ। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের ভাষণ আর মুক্তিযুদ্ধের সময়ের জাগরণী গানে মুখরিত হয় পাড়া-মহল্লা, গলি থেকে রাজপথ।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছরের মুক্তির সংগ্রাম ও একাত্তর সালের ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথ বেয়ে এসেছে বাঙালির বিজয়।

সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালেই বাঙালির ওপর প্রথম আঘাত এসেছিল। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকেরা। ১৯৫২ সালে বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রাঙিয়ে বাংলার বীর সন্তানেরা মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধিকারের চেতনার যে স্ফুরণ ঘটেছিল, কালক্রমে তা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশ নিতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য যার কাছে যা আছে তা নিয়ে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরস্ত্র নিরপরাধ ঘুমন্ত বাঙালির ওপর। বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল তারা। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে সেই রাতেই তারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। তবে তার আগেই তিনি বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা শুরুর বার্তা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই ঘোষণায় তিনি বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে বীর বাঙালি। দীর্ঘ ৯ মাস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র—বাংলাদেশের। লাল-সবুজ পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বিজয়ী বাঙালি। সেই পতাকা উঁচিয়ে প্রগতির পথে চলেছে বাঙালির অভিযাত্রা।

মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রবাসী সরকারের নেতৃত্ব

সোহরাব হোসেন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যে স্বাধীনতাসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, তা সফল হয়েছিল বলেই পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল একটি নতুন রাষ্ট্রের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল কোনো আলোচনা নয়, সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই স্বাধীনতার নেতা। স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করলে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর সহযোগীদের ওপর।

একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে স্বাধীনতাকামী বাঙালি প্রথমে দেশের ভেতরেই প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে। এরপর পাকিস্তানি সেনারা যখন প্রতিটি শহরে ও গ্রামে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে, তখন দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

মার্চের শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ সহযোগী আমীর-উল ইসলামকে নিয়ে সীমান্ত পার হন এবং ৩ এপ্রিল দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে ভারত সরকারের সহযোগিতা চান।

প্রশ্ন হলো, কাকে এবং কীভাবে সহযোগিতা দেবে তারা? এ জন্য একটি আইনানুগ কাঠামো দরকার।

আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে পরামর্শ করে তাজউদ্দীন আহমদ ঠিক করলেন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকার গঠন করবেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দলের ছয় সদস্যের হাইকমান্ড—আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও তিন সহসভাপতি, তাদের নিয়ে সরকার গঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু হবেন সরকারের প্রধান বা রাষ্ট্রপতি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। তাজউদ্দীন আহমদ হবেন প্রধানমন্ত্রী এবং হাইকমান্ডের অপর তিন সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এম মনসুর আলী ও এইচ এম কামারুজ্জামান মন্ত্রিসভার সদস্য থাকবেন।

১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়, 'বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম।'

পৃথিবীতে মাত্র দুটি দেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র আছে—বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১০ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেশবাসীর উদ্দেশে বেতারে ভাষণ দেন, যা আকাশবাণী থেকে ১১ এপ্রিল একাধিকবার প্রচারিত হয়। এই প্রথম দেশ ও বিদেশের মানুষ জানল, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি আইনানুগ সরকার গঠিত হয়েছে।

এই ভাষণে তাজউদ্দীন আহমদ আরও বলেন, 'পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদমসন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে।...সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই শিশুরাষ্ট্রকে লালিত-পালিত করছেন। দুনিয়ার কোনো জাতি এই নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না।'

ওদিকে পাকিস্তান প্রচার চালাতে থাকে বাংলাদেশ বলে কিছু নেই। সব ভারতের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র। এর জবাবে বাংলাদেশের নেতারা সিদ্ধান্ত নেন, ১৭ এপ্রিল দেশের মাটিতেই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেবে। স্থান নির্ধারণ করা হয় কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্য ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানীসহ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, সরকারি কর্মকর্তারা। প্রথমে কোরআন তিলাওয়াত হলো। তারপর বাংলাদেশের মানচিত্রশোভিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো। স্থানীয় চার তরুণ গাইলেন জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...।'

মুজিবনগর ছিল যুদ্ধকালে সরকারের রাজধানী, প্রতীকী অর্থে। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার ৮ থিয়েটার রোডেই হয় বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী কার্যালয়। ১৮ এপ্রিল কলকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের সব বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে সেই ভবনটি পররাষ্ট্র দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিজের অফিসের পাশেই একটি কক্ষে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ থাকতেন। সরকারের অন্য সদস্যরা থাকতেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যত দিন দেশ শত্রুমুক্ত না হবে, তত দিন পরিবারের সঙ্গে থাকবেন না। কেননা লাখ লাখ মানুষ তখন পরিবার পরিজন ছাড়া রণাঙ্গনে কিংবা আশ্রয়ের সন্ধানে।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। সেক্টর কমান্ডার নিয়োজিত হন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান, কে এম সফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ, আবু তাহের, রফিকুল ইসলাম, মীর শওকত আলী, সি আর দত্ত, আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত), এম এ মঞ্জুর, এম এ জলিল, এ এন এম নুরুজ্জামান, কাজী নুরুজ্জামান, এম এ বাশার। নয় মাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

(সংক্ষেপিত)
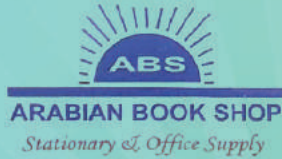
যেভাবে বদলে গেল কাতারের জাতীয় দিবস

ড. হাবিবুর রহমান

ইতিহাস গবেষক ও বিশেষজ্ঞ, দিওয়ানে আমিরি, কাতার

১৯৬৮ সালে ব্রিটিশ ইস্ট অব সুইস থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের যে কার্যক্রম শুরু করে তা **১৯৭১** সালে এসে শেষ হয়। এর আগে **১৯১৬** সালে কাতারের সঙ্গে ব্রিটেনের যে চুক্তি সম্পাদিত ছিল, তাতে কাতারের এই ভূখন্ডকে সীমিত ভূমি নিরাপত্তা দেয়ার কথা উল্লেখ ছিল। বাকি অন্য সব অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যক্রম এখানকার তৎকালীন স্থানীয় শাসক আব্দুল্লাহ বিন জাসেম আলথানি পরিচালনা করতেন। এ চুক্তিই পরবর্তীতে **১৯৭১** সালের **৩** সেপ্টেম্বর তারিখে উভয়পক্ষের সমঝোতা ও সম্মতিতে 'পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে' রূপান্তরিত হয়।

এরপর থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখ কাতারের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল। অথচ নিছক একটি চুক্তি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে রূপান্তরে স্বাধীনতা অর্জন কিংবা পরাধীনতা থেকে মুক্তির কোনো ঘোষণা ছিল না।

আর সেজন্যই ২০০৬ সালে যখন কাতারের তৎকালীন আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আলথানি সিদ্ধান্ত নিলেন, আমরা যেহেতু **১৯৭১** সালের অনেক আগে থেকেই স্বাধীন জাতি হিসেবে এখানে বাস করে আসছি, তাই এ ধরণের স্বাধীনতা কিংবা বিজয় দিবসের পরিবর্তে আমরা 'জাতীয় দিবস' পালন করবো। আধুনিক কাতারের স্থপতি শেখ জাসিম বিন থানি যেদিন কাতার শাসনের দায়িত্ব নেন, সেই দিনকেই এই জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হবে। কিন্তু ঠিক কবে শেখ জাসিম এই দায়িত্বভার পেয়েছিলেন, সেটা তখনও অজানা। এখানে উল্লেখ্য, আজকের দোহা তখন 'আলবিদা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

আমি যেহেতু আমিরের অফিসে গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে ইতিহাস ও গবেষণা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছি, তাই মহামান্য আমিরের এই সিদ্ধান্ত এবং তার চিন্তাধারা সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণা এবং সঠিক তথ্য বের করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হলো। আমার সঙ্গে আরও দুজন কাতারি নাগরিককে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এঁদের একজন সব ধরণের আর্থিক বিষয়গুলো দেখাশোনা করবেন এবং আরেকজন আরবি ইতিহাস গবেষণা করবেন। আমার দায়িত্ব ছিল কাতার এবং কাতারের শাসক পরিবার সংক্রান্ত যাবতীয় ইংরেজি দলিল ও ঐতিহাসিক সব বিষয়ে গবেষণা করা এবং একটি সুন্দর সমাধান বের করা।

একটি দেশের অতীত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে কাজের দায়িত্বকে আমি তখন বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম। আমি ভেবে দেখলাম, শেখ জাসিম কবে কাতারের শাসক হয়েছিলেন, সেটা পেতে হলে আমাকে তার বাবা শেখ মুহাম্মদ বিন থানির মৃত্যুর তারিখ বের করতে হবে।

কারণ, বাবার মৃত্যুর পরই ছেলে হিসেবে শেখ জাসিম কাতারের শাসনভার পেয়েছিলেন। যেহেতু ইতিহাসের ওই সময়ে উছমানি (অটোমান) শাসনামল চলছিল, তাই শেখ মুহাম্মদের মৃত্যু, তার জানাজা এবং নতুন শাসক সম্পর্কে হয়তো তৎকালে এখানে উছমানি খেলাফতের কেউ তুরস্কে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন- এই ভেবে ২০০৬ সালে প্রথমে গেলাম তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। কারণ, ওই রিপোর্ট
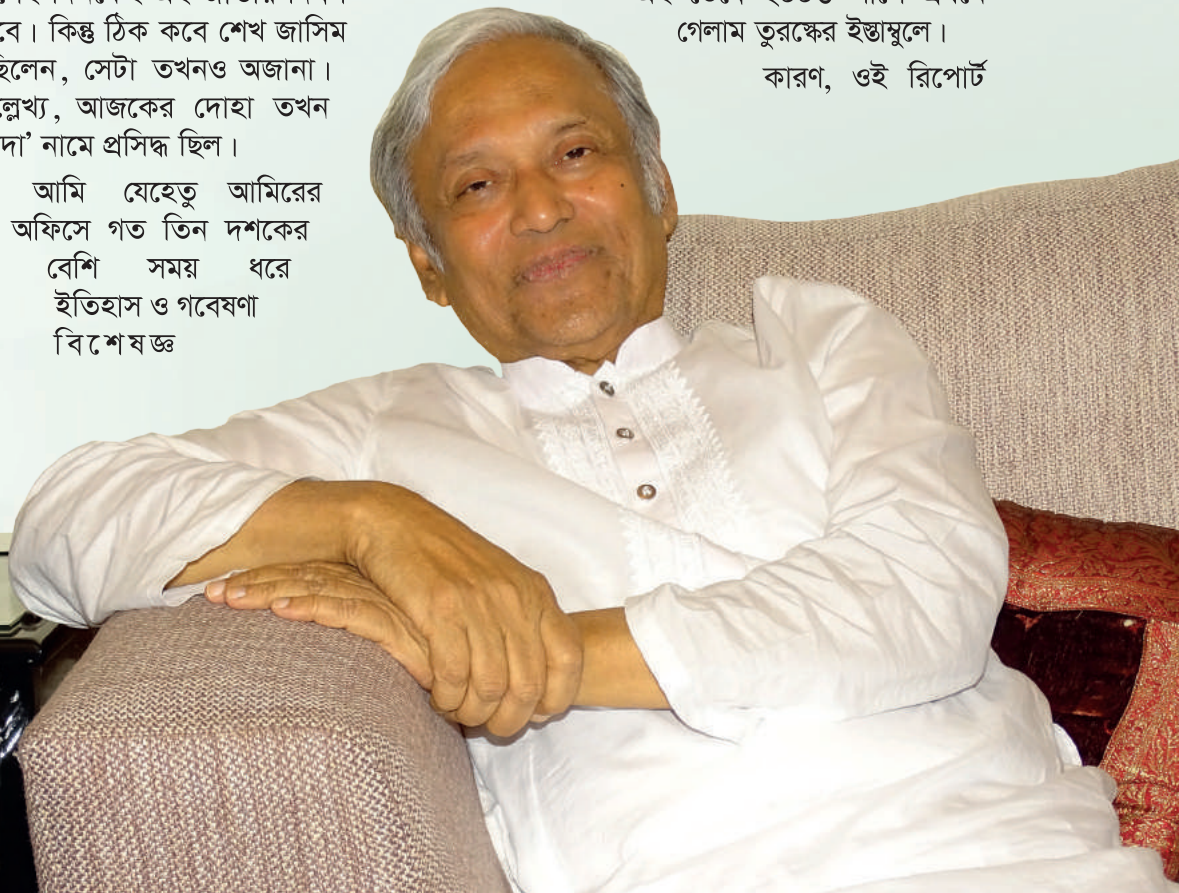
পাওয়া গেলে তাতে অবশ্যই দিন-তারিখ পাওয়া যাবে। অটোমান আর্কাইভে এ সংক্রান্ত কোনো নথিপত্র আদৌ আছে কি-না, সেটা দেখার জন্য তাই তুরস্কে গেলাম আমি। ওদের ভাষা আমার বোধগম্য না হওয়ায় দু জন স্থানীয় গবেষকের সাহায্য নিলাম।

কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া গেল না অটোমান আর্কাইভে। তাই এবার গন্তব্য বৃটেনের পথে। উদ্দেশ্য ব্রিটিশ লাইব্রেরি এবং আর্কাইভে এই বিষয়টি খুঁজে দেখা।

ব্রিটেনে পড়াশোনা এবং গবেষণার সুবাদে ওখানকার লাইব্রেরি এবং আর্কাইভের কর্তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশ ভালো ছিল এবং আমি সেখানকার একজন সদস্য। যেহেতু ওই সময় পুরো অঞ্চলের শাসনভার ব্রিটিশদের হাতে ছিল, তাই ভাবলাম ওখানে হয়তো পাবো।

লন্ডনে অসংখ্য সূত্র এবং ঐতিহাসিক বইপত্র আমি পড়া শুরু করলাম। সঙ্গে আরও চারজন গবেষককে আমার সহযোগী হিসেবে সঙ্গে নিলাম। তাদেরকে বললাম, তোমরা যেখানেই শেখ মুহাম্মদ কিংবা শেখ জাসিমের নাম দেখবে, সেটাই আমাকে জানাবে।

এভাবেই দিনরাত চললো পড়াশোনা ও নিরন্তর গবেষণা। প্রায় তিনমাস বিস্তর ঘাঁটাঘাটি করেও শেখ মুহাম্মদের মৃত্যু কিংবা শেখ জাসিমের ক্ষমতা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট তারিখ কোথাও পাওয়া গেল না।

কিন্তু ১৮৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের একটি ঐতিহাসিক নথিপত্রে আমি দেখতে পেলাম, ১৮৭৮ সালে শেখ মুহাম্মদ বিন থানি মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার অন্যান্য পুরনো কিছু বইয়ে লেখা, ১৮৭৮ সালের অক্টোবরে তৎকালের কাতারে সংঘটিত একটি সমস্যা নিয়ে স্থানীয় গোত্রের লোকজন শেখ মুহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। এ দুটো সূত্র মিলিয়ে আমি ধারণা পেলাম, শেখ মুহাম্মদ বিন থানি নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন। ফলে আমার গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়ে গেল এবং ১৮৭৮ সালের এ দু মাসের ঘটনাবলী আমি গভীরভাবে খুঁজতে লাগলাম।

এ পর্যায়ে ব্রিটিশ লাইব্রেরির কর্মকর্তা তখন আমাকে বললেন, এ বিষয়ে বিস্তারিত দলিলপত্র ভারতের দিল্লিতে পাওয়া যাবে। যেহেতু ওই সময়ে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন বিরাজমান ছিল এবং দিল্লিতে এর কেন্দ্র ছিল, কাজেই আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের যাবতীয় পত্রাবলী এবং অন্যান্য দলিল দিল্লিতে পাঠানো হতো।

লন্ডন ছেড়ে এবার আমার তৃতীয় গন্তব্য নয়াদিল্লি। ২০০৬ সালের মে মাসের ২ তারিখে আমি সেখানে গিয়ে পৌছাই। দিল্লিতে একজন বাঙালি আমাকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

নয়াদিল্লির জাতীয় আর্কাইভ এবং লাইব্রেরিতে আমি নিজেকে লেখক এবং ইতিহাস গবেষক হিসেবে পরিচয় দিই। ফলে পরদিনই তারা আমাকে সেখানে গবেষণার অনুমতি দিয়ে দেয়। আমি ওই আর্কাইভ এবং লাইব্রেরিতে আমার প্রয়োজনীয় সব বই এবং দলিলাদির তালিকা দিয়ে দিলাম। বিকেলের মধ্যে তারা আমাকে সেসব এনে দেয়।

আমার মনে আছে, সেদিন মে মাসের তিন তারিখে দিল্লির লাইব্রেরিতে মাত্র এক ঘন্টায় আমি আমার কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি পেয়ে যাই। ১৮৭৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর শেখ জাসিম বিন মুহাম্মদ তৎকালে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড চার্লস রোজের কাছে তার বাবা শেখ মুহাম্মদের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে পত্র দেন। এডওয়ার্ড চার্লস রোজ তখন ইরানের বুসাইরে থেকে এ অঞ্চলের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং ভারতে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতেন।

শেখ জাসিমের চিঠি পেয়ে তিনি এর উত্তরে তাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি পত্র পাঠান। এ দুটো চিঠিই আমি আমার গবেষণাপত্রে তুলে ধরেছি। এর সাথে অন্যান্য সূত্র এবং নথিপত্র তো আছেই। দিল্লি থেকে আমি আবার লন্ডনে চলে যাই। এই তারিখের উপর ভিত্তি করে আর কোনো বিষয় পাওয়া যায় কি-না, সেটাই তখন আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তেমন কিছু আর পাইনি। ফলে কাতারে ফিরে এসে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মে মাসের ২১ তারিখে আমার গবেষণাপত্র কাতারের তৎকালীন মহামান্য আমিরের দপ্তরে জমা দিই।

যেহেতু শেখ জাসিম তার বাবার মৃত্যুসংবাদ সম্বলিত পত্র লিখেছেন ১৮ ডিসেম্বর তারিখে কাজেই এখান থেকে আমি ধরে নিলাম, এই দিনই তিনি শাসক হিসেবে বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। কারণ, প্রথা এবং রীতি অনুযায়ী শাসনভার গ্রহণের প্রথমদিনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্রিটিশ শাসকদেরকে জানানোটাই স্বাভাবিক। এতে দেরি হওয়ার অবকাশ নেই। পরবর্তীতে এর পক্ষে আমি আরও অন্যান্য যুক্তিও তুলে ধরেছি।

কাতারের জাতীয় দিবস অনুসন্ধান এবং গবেষণার ওই দিনগুলো আমার জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। দিনরাত আমাকে প্রচুর পড়তে হতো। আমি মহান আল্লাহ পাকের কাছেও দুআ করতাম যেন এ কাজে আমি সফল হই। আমার মাকে ফোন করে বলতাম, এতো বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমি হাত দিয়েছি, আপনি দুআ করবেন যেন আমি তা খুঁজে পাই।

প্রায় এক বছর বিভিন্ন পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও অন্যান্য গবেষণা শেষে ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ বুধবার কাতারের মন্ত্রীপরিষদ '৩ সেপ্টেম্বর স্বাধীনতা দিবসে'র পরিবর্তে '১৮ ডিসেম্বর জাতীয় দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

সর্বোপরি এভাবেই আমি আমার এ নতুন আবিষ্কার কাতারের জন্য উৎসর্গ করি। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্মরণীয় এবং চ্যালেঞ্জিং ঘটনা।

কাতার কর্তৃপক্ষ আমাকে কোনো সময় কিংবা বাজেট বেঁধে দেয়নি, তবুও আমি দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমার সর্বোচ্চ মেধা ও শ্রম দিয়ে চেষ্টা করেছি যাতে একটি গ্রহণযোগ্য এবং যৌক্তিক ও নিশ্চিত ফলাফলে পৌঁছতে পারি। আশা করি, আমি তাতে সফল হয়েছি।

রাজধানী দোহা থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে আলখোর এলাকায় অবস্থিত আলবাইত স্টেডিয়ামে দর্শকের ধারণক্ষমতা ৬০ হাজার। এখানে হবে ফিফা ২০২২ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

কাতারে
দূর
এলাক
স্টে

২০২২ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে কাতারে প্রস্তুত মোট আটটি বিশ্বমানের স্টেডিয়াম। একে একে জেনে নেয়া যাক এসব স্টেডিয়ামের ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে।

দোহার প্রাণকেন্দ্র থে
কিলোমিটার দূরের শহর
হয়েছে আলজুনুব স্টেডি
খেলা দেখতে পারবেন ৪

দোহার অদূরে কাতারের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এলাকা
আলরাইয়ানে অবস্থিত আহমদ বিন আলি স্টেডিয়ামের
ধারণক্ষমতা ৪০ হাজার দর্শক। এখানে বিশ্বকাপের
কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের ম্যাচগুলো খেলা হবে।

আর দোহা থেকে ১০ কিলোমিটার
আবু আবুদ এলাকায় কন্টেইনার দি
হওয়া ৯৭৪ স্টেডিয়াম, তাতেও র
হাজার দর্শকের আসনব্যবস্থা।

র অন্যতম অভিজাত এলাকা আলওয়াবের
ত্ব দোহা থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার। এই
ায় নির্মাণ করা হয়েছে খলিফা আন্তর্জাতিক
ডিয়াম। এটিও ৪০ হাজার দর্শককে ধারণ
করবে বিশ্বকাপের আসরগুলোয়।
রাজধানী দোহা থেকে মাত্র সাত
কিলোমিটার দূরে এডুকেশন সিটি
স্টেডিয়ামেও আছে ৪০ হাজার
দর্শকের ধারণক্ষমতা।
কে মাত্র ১৫
ওয়াকরায় তৈরি
ডিয়াম। এখানে
০ হাজার দর্শক।
দোহা থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত
থুমামা এলাকায় তৈরি হয়েছে টুপির আদলে
আলথুমামা স্টেডিয়াম। এখানেও আছে ৪০
হাজার দর্শকের খেলা দেখার ব্যবস্থা।
বাকি রইল লুসাইল স্টেডিয়ামের কথা। এটি রাজধানী দোহা থেকে
১৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত লুসাইল শহরে অবস্থিত।
বিশ্বকাপের জমজমাট সমাপনী আসর অনুষ্ঠিত হবেএই স্টেডিয়ামে।
এখানে দর্শক ও অতিথিদের আসন সংখ্যা ৮০ হাজার।
দূরে রাস
য়ে নির্মাণ
য়েছে ৪০
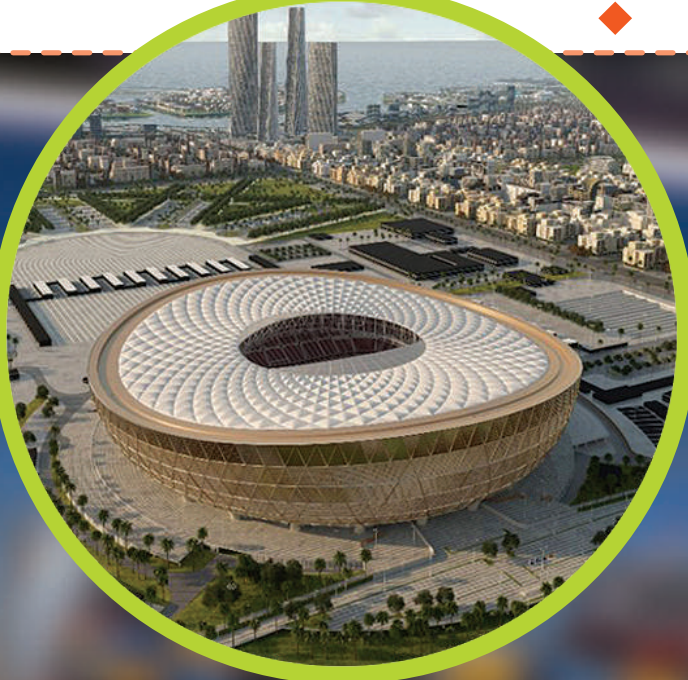
উন্নত কাতার রাষ্ট্রের জন্মনায়ক অগ্রগতির মাইলফলক হোক জাতীয় দিবসের প্রেরণা

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

আজকের আধুনিক কাতার সারা বিশ্বের জন্য উন্নয়ন ও সুশাসনের একটি মডেল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। এশিয়া এবং আফ্রিকা তো বটেই, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশের চেয়েও কাতারের উন্নয়ন বিশ্ববাসীর চোখে বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু আজকের এই উন্নত ও আধুনিক কাতার গড়ে উঠার পেছনে রয়েছে অনেক ত্যাগ ও তিতীক্ষার ইতিহাস। অনেক মহান ও আত্মত্যাগী মানুষের প্রচেষ্টার ফসল আরব সাগরবিধৌত আজকের মরুরাষ্ট্র কাতার।

আজ ১৮ ডিসেম্বর। স্টেট অব কাতার-এর জাতীয় দিবস। ১৮৭৮ সালের এই দিনে কাতার জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য আমির শেখ জসিম বিন মোহাম্মদ আল থানি এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিকে একত্রিত করে একটি নতুন জাতি হিসেবে কাতার রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটান।

শেখ জসিম বিন মোহাম্মদ আল থানি তরুণ বয়সেই এ অঞ্চলের লোকদের কাছে পরিচিত ছিলেন সাহসিকতা, দূরদর্শিতা, উদারতা, দানশীলতা ও জ্ঞানার্জনে উৎসাহী একজন ব্যক্তি হিসেবে। এ কারণে তিনি যখন এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিগুলোকে এক পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান তখন অধিকাংশ উপজাতি নেতা তার কথার সুদূরপ্রসারী প্রতিফল দেখতে পান। তারা বিনা বাক্যব্যয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসেন।

ঐক্যবদ্ধ কাতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে নানা কারণে এ অঞ্চলের গোত্রগুলোর মাঝে যুদ্ধ-কলহ লেগেই থাকতো। সামান্য বিষয় নিয়ে এক গোত্র অপর গোত্রের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতো। শেখ জসিম বিন মোহাম্মদ আল থানি সর্বপ্রথম এ গোত্রগুলোর কাছে ঐক্য এবং সংহতির সুফল তুলে ধরে তাদের একটি জাতি হিসেবে বসবাসের আহ্বান জানান। এ কারণেই কাতার জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রতিটি কাতারির কাছে তিনি অবিস্মরণীয় একজন নেতা হিসেবে গ্রহণীয়। গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব, সামান্য বিষয় নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশিক্ষা ও কুসংস্কার, অনুন্নয়ন ও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত এসব উপজাতিকে তিনি ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

এছাড়াও তিনি এই বৃহৎ ঐক্যের ফলে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাতার পরিগণিত হয় একটি আধুনিক মডেল রাষ্ট্রে। বর্তমানে সামুদ্রিক মুক্তা উৎপাদন ও রপ্তানিতে কাতার বিশ্বের অন্যতম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

শেখ জসিম বিন মোহাম্মদ আল থানি ১৭ জুলাই ১৯১৩ পরলোকগমনের পর তার সুযোগ্য পুত্র শেখ আবদুল্লাহ বিন জসিম আল থানি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাতারকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হন।

কাতার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শেখ জসিম বিন মোহাম্মদ আল থানি কাতারকে কেবল একটি আরব রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বিশ্বের দরবারে কাতারকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সামাজিক উন্নয়ন, ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি আধুনিক অর্থনৈতিক অগ্রসরতার লক্ষ্যে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানাধর্মী উন্নয়ন কাজ সমাধা করেন।

শেখ জসিম আল থানি গোত্রভিত্তিক কাতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর অনুধাবন করেছিলেন, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যতীত একটি রাষ্ট্র কখনোই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে না। এ কারণে তিনি আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রভূত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ অঞ্চলের ইসলামি ও আরব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যে উন্নয়ন করেছিলেন এর আগে আর কেউ তা করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে কাতারের রাজধানী দোহা শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে তার এ হিতৈষী উদ্যোগের ফল হিসেবে বর্তমানে মিসর, ভারত, আরব উপদ্বীপের অনেক শিক্ষায়তনে তার জীবনী পাঠ্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তার শাসন ও সফল জীবনের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে অনেক গ্রন্থ।

সময়ের পরিক্রমায় কাতারের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে শেখ জসিম বিন মোহাম্মদ আল থানি একজন প্রবাদপুরুষ। তিনি কাতারকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন উন্নয়নের সোনালি সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়েই কাতার আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। কাতারের বর্তমান আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কাতার রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

১৮ ডিসেম্বরের আজকের এ দিনে কাতারের জনগণ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তাদের জাতির বিগত সকল বীর সন্তান ও এ দেশের সকল জনগণকে, যারা এ দেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। আজকের কাতার আধুনিক অর্থনীতি, প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাক, আজকের জাতীয় দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

কাতারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলজুবারা দুর্গ

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় স্থান পাওয়া কাতারের প্রথম ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা আলজুবারা। ২০১৩ সালের ২২ জুন শনিবার কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৩৭তম অধিবেশনে আলজুবারাকে তালিকাভুক্ত করে ইউনেস্কো।

এর আগে ২০০৯ সালে এটিকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে আজ অবধি আলজুবারা নিয়ে বহুমুখী গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান হিসেবেও এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কাতারের রাজধানী দোহা থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আলজুবারা। বর্তমানে জনমানবশূন্য এই এলাকা এক সময় উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জমজমাট বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল।

আঠারো এবং উনিশ শতকে আলজুবারা ছিল আরব অঞ্চলের বণিকদের মিলনকেন্দ্র। বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলে সেকালে মুক্তো আহরণ ও বিক্রির জন্য আলজুবারার মতো বাজার আর ছিল না বললেই চলে। সবমিলিয়ে ঐতিহাসিকদের দাবি, আলজুবারার ইতিহাস ৩০০-২৫০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রথম ১৭৬০ সালে আলজুবারা অঞ্চলে বনু আতাবা এখানে বসতি স্থাপন করে। এরপর ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সেখানে মানুষের বসবাস ছিল। মূলত উনিশ শতককে আলজুবারার স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। সেসময় বিভিন্ন বিদেশি শক্তির দাপট ও ক্ষমতার দ্বন্দে লড়াইয়ের মুখে পড়ে আলজুবারা। এক পর্যায়ে ১৮১১ সালে এই অঞ্চলটি জ্বালিয়ে দেয় শত্রুপক্ষ। এরপর সেটির আর সংস্কার এবং পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। ফলে সেখান থেকে লোকজন অন্যত্র চলে যেতে শুরু করে।

যুগ যুগ ধরে এই আলজুবারা কাতারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছে। আলজুবারায় অবস্থিত বৃহৎ দুর্গটি ১৯৩৮ সালে শেখ আব্দুল্লাহ বিন জাসেম আলথানির নির্দেশে তৈরি করা হয়। কাতারের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য তিনি উদ্যোগ নেন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এই দুর্গে সেনাবাহিনী ও পুলিশ অবস্থান করেছে। এর পর থেকে এটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গবেষণা এবং পর্যটনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

আলজুবারাকে বেশ কয়েকবার নিজেদের বলে দাবি করেছে কাতারের বিরুদ্ধে বর্তমানে অবরোধ আরোপকারী জোটের সদস্য বাহরাইন। কিন্তু কাতার সবসময় এটিকে নিজেদের ভূখন্ড হিসেবে অকাট্য যুক্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়ে আসছে। এক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে এটিকে কাতারের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়।

আলজুবারা দুর্গ এবং এর আশাপাশের অঞ্চলকে নতুন প্রজন্মের কাছে কাতারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নমুনা হিসেবে সংরক্ষণের জন্য নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত পর্যটকদের কাছে এই দুর্গ এবং অঞ্চলের গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণের কাজও অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

শফিকুল ইসলাম তালুকদার বাবু
সভাপতি

বোরহান উদ্দিন মোল্লা
সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাতার

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

হাজী বাশার সরকার
সভাপতি

সিরাজুল ইসলাম শাহীণ
সাধারণ সম্পাদক

জাতীয় পার্টি - কাতার

বাংলাদেশের
মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী ও
কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

মো: কফিল উদ্দিন
সভাপতি

মাহবুবুর রহমান চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কাতার শাখা

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

মানিক হোসেন
সভাপতি

জি এম ওমর শরীফ
সাধারণ সম্পাদক

চাঁদপুর সমিতি, কাতার

কাতারের সবুজায়নে গর্বিত অংশীদার বাংলাদেশ

সমুদ্রপথে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে চারা আমদানি

মরুময় দেশ কাতারে ২০২২ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি চলছে পুরো দেশকে প্রকৃতির সাজে সাজাতে নানারকম আয়োজন। প্রকৃতির ছায়ায় মরুভূমির উত্তাপ কমিয়ে আনতে তাই সবুজায়নে বিশেষ নজর দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ধনে কোনো চেষ্টা বাদ রাখছে না কাতার কর্তৃপক্ষ।

কাতারের এই সবুজায়ন প্রকল্পে অংশীদার বাংলাদেশও। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে হিমায়িত কন্টেইনারে চারা আমদানি করা হয়েছে কাতারে। আর এর মাধ্যমে বিশ্বাবাজারে সমুদ্রপথে চারা রপ্তানির এক নতুন যুগে প্রবেশ করলো বাংলাদেশ।

বনজ ও ফলজ এবং ঔষধির আট প্রজাতির প্রায় সাড়ে তিন হাজার চারা ও গাছের এই চালান সম্প্রতি কাতারের সমুদ্রবন্দরে এসে পৌঁছায়। বাংলাদেশ থেকে চারা আমদানির এমন সাহসী উদ্যোগটি নিয়েছেন কাতার প্রবাসী তরুণ ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা রাকিবুল হাসান।

রাকিব বলেন, গত আড়াই দশক ধরে আমার বাবার হাত ধরে কাতারে নার্সারি খাতে ব্যবসা শুরু। এখন বাবার অবর্তমানে এই ব্যবসার হাল ধরেছি আমরা। তিন বছর নানারকম দৌড়ঝাঁপের পর বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে জাহাজে চারা ও গাছ আমদানি করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

কাতারে আলনাইমি ল্যান্ড স্কেপিং নামে রাকিবদের রয়েছে সুবিশাল তিনটি খামার। এসব খামারের মোট আয়তন তিন লাখ বর্গমিটার। কাতারের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে গাছ লাগানো থেকে শুরু করে বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতে গাছ লাগানো এবং সবুজায়নের নানারকম কাজ করছেন রাকিব।

বর্তমানে কাতারে হল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, স্পেন, চীনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক প্রজাতির চারা নিয়মিত আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি কিছু প্রজাতির চারা বিভিন্ন ফ্লাইটে আমদানি শুরু হলেও সমুদ্রপথে জাহাজে এবারই প্রথম।

জাহাজে চারা আমদানির ব্যাপারে রাকিব জানালেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসব চারা সংগ্রহ করে কুমিল্লায় আমাদের তত্ত্বাবধানে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়। এরপর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জাহাজে ২২ দিন সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়ে এসব এসে পৌঁছায় কাতারের দোহায়।

কাতারে বাংলাদেশি জাতের লেবু, কাঠবাদাম, কৃষ্ঞচূড়া, বটগাছসহ নানারকম গাছের চাহিদা প্রচুর। সরকারের পক্ষ থেকে যদি রপ্তানি সম্পর্কিত কাগজপত্র তৈরি করার ব্যাপারে সহযোগিতা পাওয়া যায়, তবে চারা রপ্তানি করে বাংলাদেশ এই খাত থেকে মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা পেতে পারে।

কাতারে বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়নে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সব ধরণের সহায়তা দিচ্ছে কাতার সরকার। তবে বাংলাদেশ থেকে চারা রপ্তানির ক্ষেত্রে এখনো কিছু জটিলতা রয়েছে বলে দাবি করেন রাকিব। তাঁর মতে, বাংলাদেশের সরকার সহযোগী হলে কাতারে বাংলাদেশি চারা ও গাছের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তা থেকে বাংলাদেশ অনেক উপকৃত হবে।

কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত মো. জসিম উদ্দীন আমদানি করা এসব বাংলাদেশি গাছ ও চারা পরিদর্শন করেন এবং বলেন, এর ফলে কাতারে বাংলাদেশি গাছ রপ্তানির এক নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। কাতারে সবুজায়নে এখন বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানও জোরালো ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

আবু রায়হান

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাতার

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

এম সাইফুল আলম

সহ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সানসিটি গ্রুপ অব কোম্পানিজ (কাতার, দুবাই)

চেয়ারম্যান এন্ড ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
মাজেস্টিক হোটেল, কাতার

চেয়ারম্যান: ইউনাইটেড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

মো: মাহাবুব আলম

সভাপতি, ভোলা জেলা প্রবাসী কল্যাণ ঐক্য পরিষদ কাতার
সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল বিভাগীয় পরিষদ কাতার
স্বত্বাধিকারী, স্টার অব ঢাকা হোটেল এবং ঢাকা ক্যাফটেরিয়া

বাংলাদেশের
মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের
জাতীয় দিবস
উপলক্ষে
প্রবাসীদের প্রতি
শুভেচ্ছা

আবিদুর রহমান ফারুক

সভাপতি, রাজনগর প্রবাসী কল্যাণ সমিতি কাতার
সভাপতি, চিরন্তন বাউল সংঘ কাতার
সহ-সভাপতি, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন কাতার

কাতারে প্রবাসীদের কাছে জনপ্রিয় হাসপাতাল

ফোকাস মেডিকেল সেন্টার

কাতারে বেসরকারি চিকিৎসা খাতে এখন দিনদিন প্রতিযোগিতা বাড়ছে। আর তাই সেবার মান বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হাসপাতালের সংখ্যাও দিনদিন বাড়ছে। এমনই এক সম্ভাবনাময় হাসপাতালের নাম ফোকাস মেডিকেল সেন্টার, যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন উৎকর্ষতায় প্রবাসীদের নজর কেড়েছে।

কাতারের রাজধানী দোহায় নাজমা এলকায় গালফ সিনেমা এবং মল সিগন্যালের মধ্যে সংযোগকারী রোডে অবস্থিত ফোকাস মেডিকেল সেন্টারে কর্মরত রয়েছেন একদল অভিজ্ঞ চিকিৎসক। সাধ্যের দামে সর্বোচ্চ মানের সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফোকাস মেডিকেল সেন্টার এখন প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

আমরা সবাই জানি, শারীরিক সুস্থতার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে। তাই প্রবাস জীবনে যত ব্যস্ততাই হোক, নিজের শরীরের প্রতি আমাদের সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে। ছোট বলে কোনো সমস্যা বা অসুখকে অবহেলা না করে তখনই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। আর এই চিকিৎসা নেওয়ার জন্য হাতের নাগালে বেছে নিতে পারেন ফোকাস মেডিকেল সেন্টারকে।

এই হাসপাতালে রয়েছে ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ, জেনারেল মেডিসিন, ফ্যামেলি মেডিসিন, অর্থোপেডিকস, জেনারেল সার্জারি, গাইনোকোলজি, ইএনটি, পেডিয়াট্রিকস, ডার্মাটোলোজি, অপথামোলোজি, ডেন্টাল বিভাগ, সাইকোথেরাপি, ল্যাব এবং রেডিওলজি ও ফার্মেসি।

ফলে বলা যায়, সব মিলিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এই হাসপাতালে এখন প্রবাসীরা নানারকম শারীরিক সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন খুব সহজে। শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এবং শুক্রবার বিকাল চারটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে ফোকাস মেডিকেল সেন্টার।

যাদের বিভিন্ন কোম্পানিতে হেলথ ইন্সুরেন্স রয়েছে, তারাও আসতে পারেন ফোকাস হাসপাতালে।

Nojoom Food Delivery Service

MOBILE : 77664098 , 31109022

Najma Area, Near Islami Exchange, Doha, Qatar

Phone: 40381986 Mobile: 55864652

mdtariq8899@gmail.com

Sanaya (Beside of Family Pharmacy) Road: 18-19, Doha, Qatar

Phone: 44904038 Mob: 66657387

tariqtravels8899@gmail.com

SLIGHT WAY LIMOUSINE

GREEN TULIP CONTRACTING CLEANING AND HOSPITALITY SERVICES

ELELE SKY RESTAURENT

Mobile: 00974 5576 5776

ALZAMAN EXCHANGE W.L.L.
الزمان للصرافة ذ.م.م.
Your Global Remittance Partner

কাতার থেকে বাংলাদেশ প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রেরণে আলজামান এক্সচেঞ্জের অবদান

কাতারে আমার কর্মজীবনের শুরু আজ থেকে প্রায় ২৬ বছর আগে, ১৯৯২ সালে। আমি তখন আলআতিয়া মার্কেটে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। সেখানে প্রায় এক যুগ চাকরি করার পর আমি আলজামান এক্সচেঞ্জে যোগ দিই। সময়ের খাতায় তখন ২০০৫ সাল।

দিনে দিনে আজ আলজামান এক্সচেঞ্জ আজ কাতারজুড়ে ১২টি শাখা খুলে এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ ১২ ডিসেম্বর আলওয়াকরা এলাকায় আলজামান এক্সচেঞ্জের ১২তম শাখার উদ্বোধন করা হলো। কাতারের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত আলজামান এক্সচেঞ্জের এই শাখাগুলোর মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি নিজেদের উপার্জিত অর্থ বাংলাদেশে পাঠাচ্ছেন, যা রেমিট্যান্স হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে।

মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দীন
বিজনেস ম্যানেজার (বাংলাদেশ)
আলজামান এক্সচেঞ্জ, কাতার

আজ থেকে প্রায় দেড় দশক আগে যখন আমি এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম, সেকালে কাতারের অন্যান্য এলাকার মতো সানাইয়া অঞ্চলের কোথাও কোনো এক্সচেঞ্জ হাউস ছিল না। আর আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন কাতারে এক্সচেঞ্জ হাউসের মার্কেটিং বলতে যা বুঝায়, তা ছিল না। ফলে সাধারণ শ্রমিকরা বুঝতেন না, বৈধভাবে দেশে টাকা পাঠালে কীভাবে দেশের অর্থনীতি লাভবান হয়।

আলজামান এক্সচেঞ্জে যোগ দেওয়ার পর আমি ঠিক করলাম, সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে আমি মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করি। এটা ছিল এক ধরণের বিপ্লব কার্যক্রমের সূচনা। শ্রমিকদের ক্যাম্পে গিয়ে তাদের অবসর সময়ে এক্সচেঞ্জ, রেমিট্যান্স, ব্যাংক একাউন্ট সম্পর্কে ধারণা দিতে শুরু করি।

আমি তাদের বলতাম, আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি দেশে অর্থ না পাঠান, এতে সমস্যা নেই, কিন্তু আপনাদের কোনো সমস্যা হলে আমার কাছে আসবেন। এভাবে আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করতে শুরু করি।

শুধু সানাইয়া শিল্পাঞ্চল নয়, বরং আলখোর, শাহানিয়া, মিসাইয়িদসহ অন্যান্য দূরবর্তী অঞ্চলেও বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে মেশা ও তাদের কাছে বৈধভাবে অর্থ পাঠানোর উপকারিতা তুলে ধরার কার্যক্রম আমি দীর্ঘদিন অব্যাহত রাখি।

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আর তাই বাংলাদেশে অর্থ পাঠানোর বেলায় আমরা প্রবাসীদেরকে সর্বোচ্চ বিনিময় হার দিতে চেষ্টা করি।

আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে আমি একজন স্টাফ হিসেবে এখানে যোগ দিয়েছিলাম। ধাপে ধাপে সুপারভাইজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে আমি বিজনেস ম্যানেজার (বাংলাদেশ) হিসেবে কর্মরত রয়েছি।

পাশাপাশি আমার যোগদানের সময় যদিও এই প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো বাংলাদেশি কর্মী ছিলেন না, কিন্তু আজ প্রায় ৩০ জনে বাংলাদেশি কর্মী এখানে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। তারা সবাই এক্সিকিউটিভ পদে কর্মরত রয়েছেন। এসবের মধ্যে মানি লন্ডারিং অফিসার থেকে শুরু করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সুপারভাইজার পদেও বাংলাদেশিরা কর্মরত রয়েছেন।

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

ইসমাইল মনসুর
সভাপতি
সহ সভাপতি, কাতার বিএনপি

মোহাম্মদ নাসের
সাধারণ সম্পাদক

বৃহত্তর চট্টগ্রাম জাতীয়তাবাদী সমর্থক গোষ্ঠী কাতার

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া

সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি, দোহা, কাতার।
প্রেসিডেন্ট, কাতার-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ

Fahad Trading Company, W.L.L
P.O. Box: 17285, Mansura. Doha Qatar

কাতার ডিস্ট্রিবিউটর, ওয়ালটন, দোহা

ISMAIL BIN ALI INTERNATIONAL
Dag: 2895/96, Uttarkhan, Mazar Uttra. Dhaka, Bangladesh

যোগাযোগ : ৪৪৪৩ ২৮৯২, ৪৪৩২ ৬৭৬৭
fahadtradingcompany1984@gmail.com fahadtrdco-walton.com
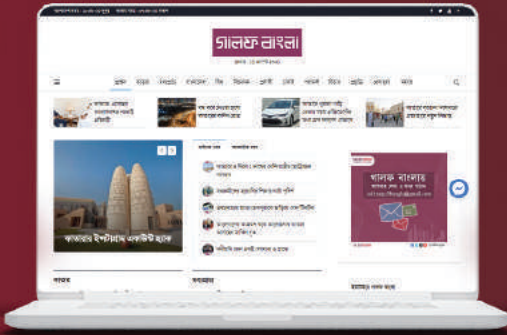
গালফ বাংলা
মধ্যপ্রাচ্যের বাংলা জানালা
GulfBangla

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস
ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

এম নুরুজ্জামান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী
দল সমর্থক গোষ্ঠী কাতার

Mohammad Hasan

ডিজিটাল মার্কেটার, গ্রাফিক ডিজাইনার

যে কোনো দেশ থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং ও ডিজাইনের কাজ অর্ডার নেওয়া হয়।

প্রবাসী ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ছাড়!

Services:

- All Kinds of Image editing. Croping, Resizing, Background Remove Etc.
- Social Media Marketing and Social Media Banner/Ads Design.
- Website SEO and Mailchimp Email Templete Design.

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Mob: +880 1832659348

Email: lmhasan006@gmail.com

মুন দোহা ট্রাভেল এন্ড টুরিজম

আমাদের দুটি শাখায় আপনাকে স্বাগতম

ফিরিজ আব্দুল আজিজ শাখা ● দোহা জাদিদ শাখা

মোবাইল: 50744666, 3103 0302

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি শুভেচ্ছা

সুপার অফার

আপনার নিজের গাড়ি অথবা ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে গাড়ি নিয়ে মাত্র ২০০ রিয়াল স্টিকার ভাড়া দিয়ে গাড়ি চালানোর সুবর্ণ সুযোগ।

আপনি কি কাফালা পরিবর্তন করতে চান?
কোম্পানি ও ফ্রি ভিসা থেকে চেঞ্জ হতে চান?
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

মোবাইল

৩০০৩ ৪৩২৮, ৫০১৪ ৬০২২

সালওয়া রোড, রিতাজ বিল্ডিং

City Shine Limousine WLL

সিটি সাইন লিমোজিন

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস ও কাতারের জাতীয় দিবস উপলক্ষে

সবার প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা

মিউজিয়াম রেস্টুরেন্ট

কাতারে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সুস্বাদু খাবারের সেরা আয়োজন

কাতার ন্যাশনাল মিউজিয়ামের সাথে অবস্থিত

মোবাইল: 5599 7477

Talk to us about your symptoms.
Get treated before it's too late.

Our Departments

Internal Medicine
General Medicine
Family Medicine
Orthopedics
General Surgery
Gynaecology
ENT
Paediatrics
Dermatology
Ophthalmology
Dentistry
Physiotherapy
Lab
Pharmacy
Radiology (Ultrasound X-Ray)

Working Hours: Sat to Thu: 7:00 AM to 10:00 PM | Fri:4:00 PM to 10:00 PM

All major insurance cards accepted

Najma Street,
Between Gulf Cinema & Mall Signal,
Near Woqod Petrol Station, Doha, Qatar

focusmedicalcentre